ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩০ বর্ষ ১ম সংখ্যা

২ মাঘ ১৪২২, ১৫ জানুয়ারি ২০১৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের শীতকালীন অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন ।

সিনেটের শীতকালীন অধিবেশন

৩০ লাখ শহীদের পরিসংখ্যান নিয়ে বিএনপি চেয়ারপার্সনের বিতর্কিত মন্তব্যের নিন্দা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের শীতকালীন অধিবেশন গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিনেটের চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদের পরিসংখ্যান নিয়ে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার বিতর্কিত মন্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অধিবেশনে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এছাড়া, '১৯৭১ সালে বাংলাদেশে কোন গণহত্যা হয়নি' মর্মে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অধিবেশন থেকে বলা হয়, গণহত্যার দায় স্বীকার করে অবশ্যই পাকিস্তানকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। একাত্তরে গণহত্যার অপরাধে গত ১৪ ডিসেম্বর সিন্ডিকেটের এক বিশেষ সভায় পাকিস্তানের সঙ্গে শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়াসহ সকল সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করার যে সিদ্ধান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে, সিনেট অধিবেশনে তার প্রতিও সমর্থন জানানো হয়। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি রোধে দেশে একটি নতুন আইন প্রণয়নের জন্য অধিবেশন থেকে সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়।

শীতকালীন অধিবেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইনসহ সিনেট সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক তাঁর অভিভাষণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে সকল শহীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, স্বাধীনতার ৪৪ বছর পর দেশের এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ ৩০ লাখ শহীদের পরিসংখ্যান নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদা সত্যের অন্বেষণ করে উল্লেখ করে তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধকে বিতর্কিত করার কোন অপপ্রয়াস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বরদাশ্ত করতে পারেনা। বাংলাদেশে গণহত্যা নিয়ে পাকিস্তানের মিথ্যাচারকেও আমরা মেনে নিতে পারিনা। মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের পরিসংখ্যান নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করাকে তিনি মুক্তিযুদ্ধকে বিতর্কিত করার শামিল বলে উল্লেখ করেন। উপাচার্য বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের হত্যার মাধ্যমে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করে এবং ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী হত্যার মাধ্যমে গণহত্যার শেষ অধ্যায় রচিত হয়। এই গণহত্যার দায় স্বীকার করে অবিলম্বে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার জন্য তিনি পাকিস্তানের প্রতি আহ্বান জানান। উপাচার্যের অভিভাষণের পর সিনেট সদস্যগণ বক্তব্য রাখেন।

* ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

পিএইচ ডি প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদনপত্র আহ্বান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আগ্রহী প্রার্থীদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহবান করা হয়েছে। রেজিস্ট্রার অফিসের এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. শাখার ৩২৩ নং কক্ষ থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে। এম.ফিল সনদপত্র অথবা সকল পরীক্ষা পাশের মূল নম্বরপত্র এবং জনতা ব্যাংক টিএসসি শাখায় ১ হাজার টাকা জমার রশিদ দেখিয়ে প্রার্থীকে নির্ধারিত আবেদন পত্র সংগ্রহ করতে হবে। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যান/ইনস্টিটিউটের পরিচালকের অফিসে জমা দিতে হবে।

* ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

একাত্তরে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা স্বরূপা বেগমকে সম্মাননা প্রদান

একাত্তরে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা স্বরূপা বেগমকে আর্থিক অনুদান ও সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। সমাজকল্যাণমূলক বেসরকারি সংস্থা 'মাটি' এর উদ্যোগে গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য কার্যালয় সংলগ্ন লাউঞ্জে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে তাকে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই সম্মাননা ও আর্থিক অনুদান প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে 'মাটি'র উপদেষ্টা লে. কর্ণেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, বীরপ্রতীক বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ভাষাসৈনিক ড. জসীম উদ্দীন আহমেদ, দাউদকান্দি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মেজর (অব.) মোহাম্মদ আলী ভূঁইয়া সুমন, সাংবাদিক প্রভাষ আমিন এবং 'মাটি'র সহ-সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন 'মাটি'র চেয়ারম্যান বাশার খান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, স্বাধীনতার ৪৪ বছর পর যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা স্বরূপা বেগমকে সম্মাননা প্রদান করতে পেরে আমরা আজ নিজেরাই সম্মানিত বোধ করছি। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাঙালি জাতির ওপর বর্বর গণহত্যা চালায় এবং স্বরূপা বেগমের মত অসংখ্য নারীকে নির্যাতন করে। হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা এখনও সেই নির্যাতনের চিহ্ন বহন করে চলেছেন। বাংলাদেশে গণহত্যা ও নির্যাতনের কথা অস্বীকার করায় কঠোর ভাষায় পাকিস্তানের সমালোচনা করে তিনি বলেন, একাত্তরের গণহত্যা ও নির্যাতনের দায় অবশ্যই পাকিস্তানকে নিতে হবে। তিনি বলেন, সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'একাত্তরে বাংলাদেশে গণহত্যা হয়নি' পাকিস্তানের এই মিথ্যাচারের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আপস করতে পারে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ কারণেই গত ১৪ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক সভায় পাকিস্তানের সঙ্গে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়াসহ সকল সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদের সংখ্যা নিয়ে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সাম্প্রতিক বক্তব্যের

* ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

৬ষ্ঠ বাংলাদেশ ফিজিক্স অলিম্পিয়াড

সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠতে হলে বিজ্ঞান শিক্ষার বিকল্প নেই-উপাচার্য

দু'দিন ব্যাপী ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ ফিজিক্স অলিম্পিয়াড গত ২ জানুয়ারি ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে শেষ হয়েছে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের নাম ঘোষণার পর পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে উপাচার্য বলেন, শিশু, কিশোর ও তরুণদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে দেশের জন্য কাজ করতে হবে। অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করতে হবে সর্বোপরি সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠতে হবে। উপাচার্য বলেন, সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠতে হলে বিজ্ঞান শিক্ষা এবং বিজ্ঞান চর্চার বিকল্প নেই।

বাংলাদেশ ফিজিক্স অলিম্পিয়াড কমিটির উদ্যোগে গত ১ জানুয়ারি ২০১৬ দু'দিন ব্যাপী ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ ফিজিক্স অলিম্পিয়াড-২০১৬ এর উদ্বোধন হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হল প্রাঙ্গনে। বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান ও উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিককে বেলুন উড়িয়ে অলিম্পিয়াডের উদ্বোধন করতে দেখা যাচ্ছে।

পরে শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ফিজিক্স অলিম্পিয়াড কমিটির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ড. জাফর ইকবাল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এম আরশাদ মোমেন শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা শুরুর আগে খুলনা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, ঢাকা, কুষ্টিয়া, কক্সবাজার, কুমিল্লা, নোয়াখালী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও রাজশাহী-১২টি অঞ্চলে আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১২টি অঞ্চলের ৬৭৬জন শিক্ষার্থী জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ফিজিক্স অলিম্পিয়াড কমিটি'র আয়োজনে গত ১ জানুয়ারি ২০১৬ শুক্রবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হল প্রাঙ্গণে অলিম্পিয়াডের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান। এতে অন্যান্যের মধ্যে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। বাংলাদেশ ফিজিক্স অলিম্পিয়াড কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. খোরশেদ আহমদ কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অলিম্পিয়াড কমিটির সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, ডাচ-ব্যাংলা ব্যাংক পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সায়েম আহমদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে এস তাবেজ।

পরিসংখ্যান বিষয়ক ৩-দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগ এ্যালামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে 'Theory and Application of Statistics' শীর্ষক ৩দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

এ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমেরিকান স্ট্যাটিসটিক্যাল এসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক জেসিকা উটস এবং যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগন স্টেট ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক শান্ত্রী জি. পাত্তুলা বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। সম্মেলন আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আতাহারুল ইসলাম স্বাগত বক্তব্য দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক পরিসংখ্যান ও পরিসংখ্যানগত তত্ত্ব বিশ্লেষণের গুণগত মান উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, মানসম্মত পরিসংখ্যান দেশে সুশাসনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, সত্যতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও নৈতিকতা নিশ্চিত করতে পারে। তিনি বলেন, বিশ্বে প্রতিনিয়ত পরিসংখ্যানের পদ্ধতি ও কৌশল পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তিত এসব কৌশল ও পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের তথ্য-উপাত্ত তৈরী, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তথ্য-উপাত্তের অভাবে দেশে পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে, তা সমাধানে আলোকবর্তিকার ভূমিকা পালনের জন্য তিনি পরিসংখ্যানবিদদের প্রতি আহ্বান জানান। উপাচার্য বলেন, ৩০ লাখ শহীদের স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে ক্ষুধা, দারিদ্র, অপুষ্টি, অশিক্ষা, মৌলবাদ এবং অসভ্যতা থেকে দেশকে মুক্ত করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ভারত, থাইল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডসসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৩শ' পরিসংখ্যানবিদ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

'বিশ্ব চলচ্চিত্র দিবস ও আমাদের চলচ্চিত্র ঐতিহ্য' শীর্ষক আলোচনা সভা

'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট' (বিসিটিআই)-এর উদ্যোগে গত ২৮ ডিসেম্বর ২০১৫ চারুকলা অনুষদের বকুল তলায় 'বিশ্ব চলচ্চিত্র দিবস ও আমাদের চলচ্চিত্র ঐতিহ্য' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

বিসিটিআই-এর প্রধান নির্বাহী ড. মো. জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার কাজী হায়াৎ ও আজিজুর রহমান, চলচ্চিত্র নির্মাতা মানজারে হাসিন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. নাদির জুনাইদ।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ১০১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ৩ দিনব্যাপী জয়নুল উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চারুকলা শিক্ষায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অধ্যাপক আব্দুল মতিন সরকার ও অধ্যাপক বুলবন ওসমানকে 'জয়নুল সম্মাননা-২০১৫' প্রদান করা হয়। গত ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫ চারুকলা অনুষদে এক অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে শিল্পীদের হাতে জয়নুল সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

পিএইচ ডি প্রোগ্রামে ভর্তি

* ১ম পৃষ্ঠার পর

আবেদনপত্রের সঙ্গে সকল পরীক্ষার নম্বরপত্রের ১ (এক)টি করে ফটোকপি ও সম্প্রতি তোলা ২ (দুই) কপি ছবি সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক/বিভাগের চেয়ারম্যান/ইনস্টিটিউটের পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত করে জমা দিতে হবে। বিদেশ থেকে অর্জিত ডিগ্রির সমতা নিরূপণের পর ভর্তির আবেদন করতে হবে। পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য প্রদান না করলে ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য প্রার্থীকে এম.ফিল. পাশ অথবা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক সম্মান ও ১ বছর মেয়াদী মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা ৩ বছর মেয়াদী স্নাতক সম্মান ও ১ বছর মেয়াদী মাস্টার্স ডিগ্রীর অধিকারী হতে হবে। প্রার্থীদের সকল পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগ/শ্রেণীসহ ন্যূনতম ৫০% নম্বর থাকতে হবে। CGPA নিয়মে মাধ্যমিক/সমমান থেকে স্নাতক/স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় CGPA ৫-এর মধ্যে ৩.৫ অথবা CGPA ৪-এর মধ্যে ৩ থাকতে হবে। প্রার্থীদের স্নাতক পর্যায়ে কোন স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে অথবা কোন স্বীকৃতমানের গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ২ বছরের গবেষণা সংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে অথবা সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ২ বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এছাড়া, প্রার্থীদের স্বীকৃতমানের জার্নালে প্রকাশিত কমপক্ষে ২টি গবেষণা প্রবন্ধ থাকতে হবে। কলা অনুষদ, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ও বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ক্ষেত্রে অন্তত ১টি গবেষণা প্রকাশনা একক নামে হতে হবে।

উল্লেখ্য, দেশের কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনকারীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি প্রোগ্রামে সরাসরি ভর্তি হতে পারবেন না। পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির আগে তাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল প্রোগ্রামে ভর্তি হতে হবে।

৩০ লাখ শহীদের

* ১ম পৃষ্ঠার পর

শীতকালীন সিনেট অধিবেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর আর্টিক্যাল ২৩(১) অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু সমাজকল্যাণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এস এম বাহালুল মজনুনকে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হিসাবে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীনকে শিক্ষাবিদ হিসাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সিন্ডিকেট সদস্য নির্বাচিত করা হয়। এছাড়া, ১৯৭৩ এর আর্টিক্যাল ২৩(১)(এইচ) অনুযায়ী বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ড. এ কে এম শামসুজ্জামান খান বিশিষ্ট নাগরিক হিসাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সদস্য নির্বাচিত হন। আর্টিক্যাল ৩১(১)(এফ) অনুযায়ী রূপালী ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম ফরিদ উদ্দিন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফাইন্যান্স কমিটির সদস্য মনোনীত হয়েছেন।

একাত্তরে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা

* ১ম পৃষ্ঠার পর

তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে উপাচার্য বলেন, মুক্তিযুদ্ধকে বিতর্কিত করতেই বিএনপি-জামায়াত চক্র পাকিস্তানের সুরে কথা বলছে।

উল্লেখ্য, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার নোয়াপাড়া গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা স্বরূপা বেগমের জন্ম। একাত্তরের অগ্নিঝরা মার্চে তিনি ১৩ বছরের কিশোরী ছিলেন। সে সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাকে চৌদ্দগ্রাম থানায় ধরে নিয়ে পাশবিক নির্যাতন চালায়। পরে মুক্তিযোদ্ধারা তাকে বন্দিদশা থেকে উদ্ধারের জন্য চৌদ্দগ্রাম ক্যাম্পে অভিযান চালান। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর যুদ্ধ চলাকালে সেদিন পাকিস্তানী বাহিনীর গুলিতে পা হারান স্বরূপা বেগম।

অধ্যাপক খায়রুল বাশার-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক

মালয়েশিয়ার সেলাংগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ বিভাগের অধ্যাপক এবং গণযোগাযোগ বিশেষজ্ঞ খায়রুল বাশার-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, তাঁর মৃত্যুতে জাতি এক সচেতন, নিবেদিতপ্রাণ সাংবাদিক এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গণযোগাযোগ বিশেষজ্ঞকে হারালো। এতে গণযোগাযোগ এবং সাংবাদিকতা শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অপুরণীয় ক্ষতি হলো। দেশ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাঁর অবদান এবং কর্মোদ্যোগ স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উপাচার্য অধ্যাপক খায়রুল বাশারের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১৫ শনিবার রাতে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অধ্যাপক খায়রুল বাশার মৃতুবরণ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে, আত্মীয়-স্বজনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তার মরদেহ কুয়ালালামপুর থেকে দেশে আনার পর ঢাকার জুরাইন কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক বাশার যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা ইউনিভার্সিটি থেকে এম এ ডিগ্রী অর্জন করেন। বাংলাদেশের সংবাদপত্র জগতে তিনি সুপরিচিত ছিলেন, দি ডেইলি মর্নিং নিউজ, সংবাদ, ইত্তেফাকসহ বিভিন্ন সংবাদপত্রে সাংবাদিকতা করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাত্তোরকালে ইউনেস্কোতে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা পদে যোগদান করেন এবং প্যারিস, ব্যাংকক, কুয়ালালামপুর ও নাইরোবিতে ১০ বছরেরও অধিক সময় দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮৫ সাল থেকে কুয়ালালামপুরের এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট কমিউনেশনের নির্বাহী পরিচালক ছিলেন। একই সময়ে কুয়ালালামপুরে তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'এইডকম'। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী পদে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আন্তর্জাতিক সাময়িকপত্র 'জার্নাল ফর ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন'-এর সম্পাদক ছিলেন। ২০০০সাল থেকে ২০০৫ পর্যন্ত ম্যানিলাভিত্তিক সংগঠন 'প্রেস ফাউন্ডেশন অব এশিয়া'র মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। মালয়েশিয়ার দৈনিক সানসহ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি নিয়মিত কলাম লিখতেন।

কর্মকর্তার ইন্তেকাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হিসাব পরিচালক দফতরের সেকশন অফিসার মিসেস সাঈদা দেওয়ান লিলি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে গত ৪ জানুয়ারি ২০১৬ সোমবার দুপুরে রাজধানীর ল্যাব এইড হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তিনি একমাত্র কন্যা মিসেস সাবরিনা হাসানসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাকে বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ আলী আকবর এবং সাধারণ সম্পাদক মো: রমিজ উদ্দিন এক বিবৃতিতে মিসেস সাঈদা দেওয়ান লিলি'র মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। বিবৃতিতে তারা মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

মরহুম মিসেস সাঈদা দেওয়ান লিলি'র কুলখানি ৮ জানুয়ারি ২০১৬ শুক্রবার বাদ জুম'আ নীলক্ষেত আবাসিক এলাকার মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। কুলখানিতে পরিবারের সদস্য ও সহকর্মীরা অংশ নেন।

অধ্যাপক ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইনের মৃত্যুতে উপাচার্যে শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন গত ৪ জানুয়ারি ২০১৬ মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে নিজ বাড়ি ঢাকাস্থ বাড্ডানগর লেনে মৃত্যুবরণ করেছেন (ইন্নালিলাহি ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজেউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

অধ্যাপক ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন -এর মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন একজন মেধাবী শিক্ষক এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছেন। উপমহাদেশে ইসলাম বিষয়ক চিন্তাবিদ এবং চিন্তাধারা বিষয়ে তাঁর বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গবেষণা প্রবন্ধ রয়েছে। উপাচার্য মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

অধ্যাপক ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইনের জন্ম ১৯৫৩ সালে ঢাকাস্থ বাড্ডানগরে। তিনি ১৯৭০ সালে এসএসসি ও ১৯৭২ সালে এইচএসসি পাশ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ১৯৭৫ সালে বিএ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম এবং ১৯৭৬ সালে এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। ১৯৯৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'শায়খুলহিন্দ মাহমুদ হাসান ও তাঁর রাজনীতি' শীর্ষক বিষয়ে পিএইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তাঁর ২৮টি গবেষণা প্রবন্ধ রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রভাষক বিভাগে যোগদান করেন ১৯৭৯ সালে। ১৯৮৬ সালে সহকারী অধ্যাপক, ১৯৯৩ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং সর্বশেষ তিনি ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত হন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এছাড়া, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

ঢাকাস্থ হাজারীবাগ পার্কে বাদ আসর তাঁর নামাযে জানাজা শেষে আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি আত্মীয়স্বজনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান, শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্র-ছাত্রীরাও গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

অধ্যাপক ড. মাহবুব হোসেন-এর মৃত্যুতে উপাচার্যে শোক প্রকাশ

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মাহবুব হোসেনের মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ৪ জানুয়ারি ২০১৫ এক শোক বাণীতে উপাচার্য বলেন, 'অধ্যাপক ড. মাহবুব হোসেন কৃষি অর্থনীতি বিষয়ক গবেষণা ও কৃষির উন্নয়নে উদ্ভাবনী ভূমিকার জন্য সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। কৃষি খাতে অসামান্য অবদান রাখায় তিনি ১৯৮৪ সালে 'বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ইকোনমিস্ট অ্যাসোসিয়েশন' থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেন। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে উন্নয়ন গবেষণায় কাজ করে তিনি দেশে-বিদেশে উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ হিসেবে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশের অর্থনীতি অঙ্গনে এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। অধ্যাপক ড. মাহবুব কৃষিতে এবং উন্নয়ন অর্থনীতিতে তাঁর বহুমুখী অবদানের জন্য এদেশের অর্থনীতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।' উপাচার্য মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

অ্যাধাপক ড. মাহবুব হোসেন ১৯৪৫ সালের ২ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনস্টি টিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের (বিআইডিএস) মহাপরিচালক ছিলেন। সর্বশেষ তিনি ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া, তিনি ফিলিপাইনে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. মাহবুব হোসেন ৪ জানুয়ারি ২০১৫ সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তাদের ব্যবহারের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রদত্ত ৩২-আসনের দু'টি নতুন মিনিবাস উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ২২ ডিসেম্বর ২০১৫ সিনেট ভবন সংলগ্ন চত্বরে এক অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নতুন বাস দু'টি উদ্বোধন করেন।

পৃথিবীর সকল মাতৃভাষার জন্য ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় - উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ এবং ঢাকাস্থ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের কাউন্সিলর দফতরের যৌথ উদ্যোগে গত ১৯ ডিসেম্বর ২০১৫ আর সি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'সপ্তম পার্সিয়ান ভাষা উন্নয়ন কোর্স'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, "বাংলা ভাষা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের উৎসস্থল। একুশের আত্মদান এই মর্যাদায় আমাদের উন্নীত করেছে। বাংলা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। পৃথিবীর সকল মাতৃভাষার জন্য ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সে কারণে পৃথিবীর সকল মাতৃভাষার প্রতি আমাদের সম্মান অব্যাহত থাকবে।"

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশস্থ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত ড. আব্বাস ভাইজি দেহনাভী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবদুস সবুর খান এবং সঞ্চালন করেন বিভাগের শিক্ষক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন। অনুষ্ঠানে ইরান কালচারাল দফতরের প্রতিনিধি, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী বিভাগের শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যের শুরুতে মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদ এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করেন। এই ভাষা কোর্সের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য এবং কোর্স অব্যাহত রাখায় ইরান দূতাবাসকে তিনি ধন্যবাদ জানান। উপাচার্য বলেন, আমাদের এই এশিয়া অঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য বিশ্বময় তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই কাজ শুরু করতে হবে আমাদের নিজেদের পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে। আজকের বিশ্ব-পল্লীতে যোগাযোগ রক্ষা করতে গেলে বহু ভাষা অর্জনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে। বিশ্ব পল্লীতে ইংরেজি ফ্রান্সের প্রভাব এই অঞ্চলের ভাষার ভারসাম্যতা রক্ষা করা যাচ্ছে না। আমরা যৌথভাবে শিক্ষা-গবেষণার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলে বিশ্ব আগ্রহী হয়ে উঠবে। আমাদের নিজেদের যোগাযোগ সীমিত। এদেশের ছাত্র-শিক্ষকরা ইউরোপ, আমেরিকা সম্পর্কে যত জানে, ইরান সম্পর্কে ততটা জানেনা। এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের প্রশিক্ষণ কর্মশালার গুরুত্ব অপরিসীম। ফারসি ভাষা এই অঞ্চলে একসময় সরকারী ভাষা ছিল, যে কারণে বাংলা ভাষায় ফারসি ভাষার প্রভাব রয়েছে। ফারসি ভাষা ও বাংলা ভাষার দুটি ধারা সংযুক্ত হলে সারা পৃথিবীতে এর প্রভাব পড়বে।

উপাচার্য ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ এবং ১৪ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে ও শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরীহ ও নিরস্ত্র বুদ্ধিজীবীদের ওপর পাকিস্তানী বাহিনীর বর্বর আক্রমণের চিত্র তুলে ধরে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সেদিন নজিরবিহীন গণহত্যার শিকার হয়েছিলেন। সেই কারনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে গত শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫। সেদিন সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্ন উঠেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দু বিভাগ থাকবে কি-না, আমাদের জবাব ছিল উর্দু ভাষা ও সাহিত্য মানবীয় সভ্যতার অংশ। কোন ভাষার প্রতি আমাদের বিদ্বেষ নেই। এই ভাষা চর্চা, শিক্ষা ও গবেষণা যাতে আরও উন্নত করা যায় সেই প্রচেষ্টা আমাদের থাকবে। পরিশেষে উপাচার্য বলেন, ফারসি ভাষা আমাদের প্রাণের ভাষা। এদেশে এই ভাষার চর্চা ইরানের সাথে আমাদের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে। উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন ইরানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের, সাহিত্য-সংস্কৃতির ভাব-বিনিময় এবং বিদ্যায়তনিক সম্পর্ক আরও সম্প্রসারিত হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন অফিসারদের বরণ ও অবসরপ্রাপ্তদের বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন উপলক্ষে গত ৭ জানুয়ারি ২০১৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন। ছবিতে জনসংযোগ দফতরের অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক জনাব মো: আশরাফ আলী খানকে ক্রেস্ট নিতে দেখা যাচ্ছে।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

ইরানের রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত ড. আব্বাস ভায়েজি গত ৪ জানুয়ারি ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইরানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে জীববিজ্ঞান, ম্যাকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, ন্যানো টেকনোলজি, শিল্প, চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন বিষয়ে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা প্রকল্প চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। রাষ্ট্রদূত জানান, ইরান সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য সেদেশে উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদানে আগ্রহী। এছাড়া, ইরানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু করতে চায়। এসব বিষয়ে শিগ্‌গিরই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করতে তারা সম্মত হন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বাংলাদেশ এবং ইরানের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। দু'দেশের এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ভারতীয় সমুদ্রবিজ্ঞানী

ভারতের গোয়াস্থ সিএসআইআর- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ওশেনোগ্রাফি'র প্রধান বিজ্ঞানী ড. এন রামাইয়াহ গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় ঢাবি সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাউসার আহাম্মদ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ওশেনোগ্রাফি'র মধ্যে চলমান সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা করেন। ভারতীয় সমুদ্রবিজ্ঞানী ড. রামাইয়াহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে আগামী তিন সপ্তাহ মাস্টার্স শিক্ষার্থীদের সামুদ্রিক জীববিদ্যা বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করবেন।

উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বর মাসে প্রথমবার এক মাসের জন্য ড. রামাইয়াহ ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন।

ভারতীয় রসায়নবিদ

ভারতের স্বনামধন্য রসায়নবিদ ও বিজ্ঞানী এবং আইএফজিএল বায়োসিরামিকস লিমিটেডের পরিচালক ড. জি ব্যানার্জী গত ৬ জানুয়ারি ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

এ সময় ঢাবি রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. এনতাজুল হক এবং একই বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মো: আবু বিন হাসান সুসান, সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শাহ মিরান, সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. মোমিনুল ইসলাম এবং ড. সায়কা আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে বিশ্বে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণায় রসায়ন শাস্ত্রের অগ্রগতি ও উন্নতি নিয়ে মতবিনিময় করেন। তাঁরা বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল স্বনামধন্য অধ্যাপক ছিলেন বিশেষ করে বিজ্ঞানী এসএন বোস এবং দার্শনিক সরদার ফজলুল করিমের অবদানের কথা স্মরণ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য অতিথিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

যুক্তরাষ্ট্রের ইসলামিক চিন্তাবিদ

যুক্তরাষ্ট্রের ইসলামিক স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা এবং ইউনিভার্সাল ইসলামিক সেন্টারের প্রেসিডেন্ট ইমাম আহমেদ তিজানি বেন ওমর গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাবি কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে সুফিজম, ইসলামিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ এবং বিশ্ব শান্তি নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় ইমাম আহমেদ তিজানি বেন ওমর বলেন, বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলাম শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন বিশ্বনেতা। মুসলিম উম্মাহর উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। একটি মুসলিম রাষ্ট্রের সফল সরকার প্রধান হিসেবে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ইমাম আহমেদ তিজানি বেন ওমরকে ধন্যবাদ জানান। উপাচার্য অতিথিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রেস্ট উপহার দেন।

চীনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিদল

চীনের ইউনান ইউনিভার্সিটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. ঝাং লি-এর নেতৃত্বে ৫-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২৮ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন অধ্যাপক ড. ইয়াং উই, ঝাউ জুচুন, ডুয়ান কোয়াং এবং মা লি।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ইফফত আরা নাসরীন মজিদ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা চীনের ইউনান ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'ক নফিউশাস ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষকদের জন্য চীনা ভাষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজনের ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদল

যুক্তরাষ্ট্রের মাসাচুসেটস ইউনিভার্সিটির কলেজ অব এ্যাডভান্সিং এন্ড প্রফেশনাল স্টাডিজ এর পরিচালক ডেনিস এস. শরিফ এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র লেকচারার মুসা শরিফ গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এমরান কবির চৌধুরী এবং অধ্যাপক ড. হোসেন উদ্দিন শেখর উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের মাসাচুসেটস ইউনিভার্সিটির মধ্যে মেডিকেল সায়েন্স এবং নার্সিং বিষয়ে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা প্রকল্প চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ পিএইচডি ও মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালুর ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। এসব বিষয়ে শিগ্‌গিরই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করতে তারা ঐকমত্যে পৌঁছেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রতিনিধিদলকে অবহিত করেন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে আমেরিকার জনগণ ও গণমাধ্যমের সার্বিক সমর্থনের কথাও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

জার্মান অধ্যাপক

জার্মানীর ব্রিমেন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. বিভূতি রায় গত ১০ জানুয়ারি ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জার্মানীর ব্রিমেন ইউনিভার্সিটির মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা প্রকল্প চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা নটরডেম ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক

যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা নটরডেম ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. আর স্কট অ্যাপলেবাই-এর নেতৃত্বে ৭-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৬ জানুয়ারি ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা নটরডেম ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. আর স্কট অ্যাপলেবাই-এর নেতৃত্বে ৭-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৬ জানুয়ারি ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। দলের অন্য সদস্যরা হলেন- অধ্যাপক সারা সিভার্স, অধ্যাপক হেল কালবাটসন, অধ্যাপক এ্যাডওয়ার্ড টেড বিটি, মাইকেল টালবট, মাইকেল জিম এবং বারবারা লকউড। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকাস্থ নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফাদার বেনজামিন কস্তা।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত ড. আব্বাস ভায়েজি গত ৪ জানুয়ারি ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

ভারতের স্বনামধন্য রসায়নবিদ ও বিজ্ঞানী এবং আইএফজিএল বায়োসিরামিকস লিমিটেডের পরিচালক ড. জি ব্যানার্জী গত ৬ জানুয়ারি ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ইসলামিক স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা এবং ইউনিভার্সাল ইসলামিক সেন্টারের প্রেসিডেন্ট ইমাম আহমেদ তিজানি বেন ওমর গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

চীনের ইউনান ইউনিভার্সিটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. ঝাং লি-এর নেতৃত্বে ৫-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২৮ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

জার্মানীর ব্রিমেন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. বিভূতি রায় গত ১০ জানুয়ারি ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের মাসাচুসেটস ইউনিভার্সিটির কলেজ অব এ্যাডভান্সিং এন্ড প্রফেশনাল স্টাডিজ এর পরিচালক ডেনিস এস. শরিফ গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

'এসো মিলি হৃদয়ের মোহনায়' শীর্ষক প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ১ জানুয়ারি ২০১৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় 'জগন্নাথ হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন'র পুনর্মিলনী-২০১৬। পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিদের সাথে উপাচার্যকে দেখা যাচ্ছে

গত ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ সংলগ্ন প্রাঙ্গণে 'বাংলাদেশ আইন সমিতির ৩০তম বার্ষিক সম্মেলন ২০১৫' উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। বাংলাদেশ আইন সমিতির সভাপতি এ কে এম আফজাল উল মুনীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক এমপি।

'অধ্যাপক ড. ফজলুল হালিম চৌধুরী স্বর্ণপদক' প্রবর্তন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগে 'অধ্যাপক ড. ফজলুল হালিম চৌধুরী স্বর্ণপদক' প্রবর্তন করা হয়েছে। এই স্বর্ণপদক প্রবর্তনের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফজলুল হালিম চৌধুরীর স্ত্রী মিসেস শামসুন নাহার চৌধুরী ৬ লাখ টাকার একটি চেক গত ৪ জানুয়ারি ২০১৬ প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইনের কাছে হস্তান্তর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, রসায়ন বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. নীলুফার নাহার, প্রয়াত অধ্যাপক ড. ফজলুল হালিম চৌধুরীর মেয়ে অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম এবং দাতা পরিবারের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত একজন মেধাবী শিক্ষার্থীকে 'অধ্যাপক ড. ফজলুল হালিম চৌধুরী স্বর্ণপদক' প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক স্বর্ণপদক প্রবর্তনে আর্থিক অনুদানের জন্য দাতাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই অনুদানের ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ায় আরও উৎসাহিত ও মনোযোগী হবে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফজলুল হালিম চৌধুরীর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে তাঁর অনন্য অবদানের কথাও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ফজলুল হালিম চৌধুরী ১৯৩০ সালের ১ আগস্ট কুমিল্লার কুঞ্জশ্রীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রয়াত শিক্ষাবিদ আবদুল আজিজ চৌধুরী এবং প্রয়াত আফিফা খাতুনের ছোট ছেলে। অধ্যাপক চৌধুরী বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেস-এর ফেলো ছিলেন। তিনি ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে যোগদান করেন এবং ফলিত রসায়ন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য এবং নয়া দিল্লীস্থ ইউনেস্কোর সিনিয়র উপদেষ্টা হিসাবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। ড. চৌধুরী বাংলাদেশের ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি শিক্ষার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে গেছেন। বিজ্ঞান বিষয়ক তাঁর ২০টিরও বেশি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগ থেকে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া, তিনি যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯৬ সালের ৯ এপ্রিল তিনি ঢাকায় ইন্তেকাল করেন।

আন্তর্জাতিক মডেল ইউএন সম্মেলন

পৃথিবীকে আরও সুন্দর করতে সর্বত্র শান্তির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে-উপাচার্য

ঢাকা ইউনিভার্সিটি মডেল ইউনাইটেড নেশন্স (ডিইউমুনা)-এর উদ্যোগে ৩দিন ব্যাপী 'আন্তর্জাতিক মডেল ইউনাইটেড নেশন্স সম্মেলন' গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে উদ্বোধন করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নাহিম রাজ্জাক এমপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন এবং ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সন্ত্রাস, মৌলবাদ ও গোঁড়ামি থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, পৃথিবীকে আরও সুন্দর করতে সর্বত্র শান্তির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। আন্তর্জাতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতিসংঘ বৈশ্বিক উন্নয়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, সব মানুষের সমান মর্যাদা নিশ্চিত করতে আমাদের সামষ্টিক প্রজ্ঞার প্রয়োগ ঘটাতে হবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, নেপাল, আফগানিস্তানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৫শ' শিক্ষার্থী এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

অধ্যাপক ড. হাবিবা খাতুন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে 'অধ্যাপক ড. হাবিবা খাতুন ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে অধ্যাপক হাবিবা খাতুনের মেয়ে এবং যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস মেডিকেল ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক ডা. নাহিদ জামাল রিয়ানন ৫ (পাঁচ) লাখ টাকার একটি চেক গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৫ প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইনের কাছে হস্তান্তর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মাহফুজুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান খান, সহকারী অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান এবং দাতার বোন ড. রাফিয়া এস. রাসু উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় যথাক্রমে ক, খ ও গ শাখায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত ৩জন শিক্ষার্থীকে 'অধ্যাপক ড. হাবিবা খাতুন ট্রাস্ট ফান্ড' বৃত্তি প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক শিক্ষার্থীদের কল্যাণে ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য দাতা ও তার পরিবারকে ধন্যবাদ জানান। উল্লেখ্য, ড. হাবিবা খাতুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক।

বেগম মালেকা আনোয়ার ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেটিং বিভাগে 'বেগম মালেকা আনোয়ার ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে বেগম মালেকা আনোয়ারের মেয়ে এবং তেতুলিয়া টি কোম্পানি লিমিটেডের পরিচালক অধ্যাপক রাশিদা বেগম ৫ (পাঁচ) লাখ টাকার একটি চেক গত ৫ জানুয়ারি ২০১৬ প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইনের কাছে হস্তান্তর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান এবং দাতা পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর মার্কেটিং বিভাগের ২জন অসচ্ছল ও মেধাবী ছাত্রীকে 'বেগম মালেকা আনোয়ার ট্রাস্ট ফান্ড' বৃত্তি প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক শিক্ষার্থীদের কল্যাণে ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য দাতা ও তার পরিবারকে ধন্যবাদ জানান। তিনি মেধাবী শিক্ষার্থীদের সহায়তায় এগিয়ে আসার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের প্রতি আহবান জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক রাশিদা বেগম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেটিং বিভাগের একজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী। তার প্রয়াত মা বেগম মালেকা আনোয়ার গৃহিনী হয়েও দেশে নারী শিক্ষার উন্নয়নে অনন্য অবদান রেখে গেছেন।

বাঘ সংরক্ষণ বিষয়ক কর্মশালা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের উচ্চশিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্যোগে "Teachers for Tigers" শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালা গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. উম্মে সালমা বেগমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উচ্চশিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন প্রকল্পের সাব-প্রজেক্ট ম্যানেজার অধ্যাপক ড. গুলশান আরা লতিফা স্বাগত বক্তব্য দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: আনোয়ারুল ইসলাম অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, জীব-বৈচিত্র্য তথা সুন্দরবন রক্ষা করতে হলে অবশ্যই বাঘ সংরক্ষণ করতে হবে।

উল্লেখ্য, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষক কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম, মোঃ নজরুল ইসলাম ও তাওহিদা খানম, ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার ও মোঃ জাকির হোসেন। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫